

পেঁপে চাষে সফল নিপুণ

আট মাস আগেও পাহাড়ের ঢাল এবং কাণ্ডাই-রাঙামাটি সড়কের পাশের জমিটি ছিল ঝোপঝাড় পূর্ণ ও পরিত্যক্ত। সেই পরিত্যক্ত জমি এখন নিপুণের সোনার খনি। কাণ্ডাই উপজেলার ওয়াল্লা ইউনিয়নের পাগলিপাড়া নামক স্থানে প্রায় এক একর আয়তনের জমিটিতে পেঁপে বাগান করে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন নিপুণ বিকাশ তংচঙ্গ্যা।

কাণ্ডাইয়ের ওয়াল্লা গ্রামেরই বাসিন্দা নিপুণ বিকাশ তংচঙ্গ্যা (২৭)। চার বোন, এক ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় তিনি। তাঁর বাবা রাজুমোহন তংচঙ্গ্যা (৬৯) ১০ বছর আগেই অন্ধ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। সেই থেকে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই চলছিল পুরো সংসার। হাটহাজারী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট থেকে ২০০৭ সালে কৃষি ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন নিপুণ। এর পর থেকে আদা, হলুদ ও ধনে চাষ করে পরিবারের খরচ জোগাতেন তিনি। কৃষি বিভাগের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বছরের শুরুতে পরিত্যক্ত জায়গাটিতে তৈরি করেন পেঁপে বাগান।

২ ডিসেম্বর সরেজমিন দেখা গেছে, সারি সারি গাছে প্রচুর কাঁচা-পাকা পেঁপে ধরেছে। একেকটি পেঁপের ওজন ৮০০ গ্রাম থেকে দুই-আড়াই কেজি। নিপুণ তংচঙ্গ্যা গাছ থেকে পেঁপে সংগ্রহ করে বাজারে নেওয়ার জন্য খাঁচায় ভর্তি করছেন।

নিপুণ জানান, জমিটি মূলত ওয়াল্লা মৌজার হেডম্যান অরুণ তালুকদারের। নিপুণের আগ্রহ দেখে ওই জমিতে পেঁপে চাষের অনুমতি দেন তিনি। এরপর ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার করে চট্টগ্রাম শহরের নার্সারি থেকে এক হাজার ২০০টি চারা এনে রোপণ করেন। সাত মাসের মাথায় প্রতিটি গাছে বিক্রয় উপযোগী ফলন আসে। বর্তমানে প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত মণ পেঁপে বিক্রি হয় তাঁর। তিনি নিজেই পরিচর্যা সহ বাগানের দেখাশোনা করেন। সহযোগী হিসেবে রেখেছেন তিনজন শ্রমিক।

নিপুণ জানান, জঙ্গল পরিষ্কার ও পেঁপের চারা রোপণ করা পর্যন্ত খরচ পড়েছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই লাখ টাকার পেঁপে বিক্রি করেছেন। চলতি মৌসুমে আরও প্রায় তিন লাখ টাকার পেঁপে বিক্রি করতে পারবেন বলে আশা করছেন তিনি। আপাতত জমির মালিক হেডম্যানকে কোনো বিনিময়ও তাঁকে দিতে হয় না।

তিনি জানান, চট্টগ্রাম থেকে ব্যাপারীরা এসে প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি করে পেঁপে কিনে নেন। এ ছাড়া তিনি নিজে প্রতি বুধ, শুক্র ও মঙ্গলবার বরইছড়ি এবং ঘাঘড়া বাজারে নিয়ে পেঁপে বিক্রি করেন। নিপুণ বলেন, ‘এ পেঁপে বাগান আমার পরিবারে সচ্ছলতা এনে দিয়েছে। আমার ও আমার পরিবারের মুখে হাসি এনে দিয়েছে। আশা করি, আগামী বছর থেকে উৎপাদন এবং আয় আরও বাড়বে।’

কাপ্তাই উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. জিয়াউল আলম বলেন, ‘বাগান করার আগে নিপুণ তৎচঙ্গ্যা আমাদের পরামর্শ নেন। আমাদের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ মেনে পরিকল্পিতভাবে বাগান করায় তিনি আশাতীত সাফল্য পেয়েছেন।’

তিনি জানান, উপজেলায় ছোট আকারে আরও কিছু লোক পেঁপের চাষ করেন। তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে পরিচর্যা করলে তাঁরাও ভালো করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সূত্র: প্রথম আলো